প্রবন্ধ

দ্বীনী দাওয়াত-১

মাওলানা আবুল কাশেম মুহাম্মদ ফজলুল হক

কথায় আছে প্রচারেই প্রসার। প্রচার তত্ত্বের ধর্মীয় কেতাবী নাম 'দাওয়াত'। চাটগাঁয়ের মেজবানী দাওয়াত অথবা খতমান্তে হাদিয়া-তোহফার দাওয়াতের কথা বলছি না। যে দাওয়াতের কারণে হেরা পর্বতের ইকরা'র আবেদন লোক থেকে লোকান্ত রে, যুগ থেকে যুগান্তরে একেবারে অজানা অচেনা সীমানা পার হয়ে সাদা-কালো-ধনী-গরীব-উঁচু-নীচু নির্বিশেষে অগণিত মানুষের হৃদয়ে আলো জ্বালিয়েছে, ঐ মহান 'দ্বীনী দাওয়াতে'র কথা বলছি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়ত প্রকাশের উষাতেই মা খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা মুসলমান হলেন যে আহ্বানে, হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইসলামে এলেন যে ডাক পেয়ে, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন যে ইশারা পেয়ে- তাই 'দীনী দাওয়াত'। ইসলাম ধর্ম এসেছিল একজনের কাছে। সেখান থেকে একজন, দু'জন, করে হাজার-লক্ষ-কোটি জন হল দাওয়াতের মাধ্যমেই। তাই ধর্ম প্রতিষ্ঠার নিয়ামক দাওয়াত, আদর্শ প্রতিষ্ঠার নিয়ামক দাওয়াত, আকিদা প্রতিষ্ঠার নিয়ামক দাওয়াত। সুতরাং দাওয়াত না থাকলে প্রতিষ্ঠা নাই এবং সে ক্ষেত্রে ধর্ম বলি আর আদর্শ বলি-সংকোচিত হতে হতে আস্তে আস্তে বিলুপ্তির পথে চলে যায়।

সংকোচন আর বিলুপ্তির কথা বলতে বলতে দিল্লীর রাস্তায় এক টেক্সি ড্রাইভারের কথা মনে হল। টেক্সিতে উঠে ভালোই খাতির জমেছে তার সাথে। জিজ্ঞেস করলাম, বাড়ি কোথায়? বলল, ইউপি রাজ্যে। বললাম, কোন এলাকায়? বলল, বেরেলী। বাকী কথা খুব সতর্কতার সাথে বললাম। কারণ, কথায় আছে যেখানে মুসা সেখানে ফেরাউন। ইউপি রাজ্য সে রকম ভাল মন্দের মিশেল। জিজ্ঞেস করলাম, ভাই, ওখানে মুসলমানদের সংখ্যা এত বেশী কেন? বলল, বড় বড় আলেম জন্ম নিয়েছে সেখানে তাই। বললাম যেমন। বলল, বড় মিয়ার জন্মও তো সেখানে। জিজ্ঞেস করলাম, বড় মিয়া কে? বলল, আহমদ রেযা খান ছাব। এতটুকু বলতেই আনন্দের পরশ লাগল হৃদয়ে। এ তো ড্রাইভার নয়– আমার অনেক আপন একজন মানুষ। নিজের আবেগের প্রাবল্য নিয়ন্ত্রণ করে বলতে লাগলাম, বড় মিয়ার বাড়ি থেকে আপনার বাড়ি কতদুর? বলল, বেশী দূরে নয়। বললাম, সেখানে বড় মাহফিল হয় কিনা। বলল, হ্যাঁ, 'ওরশে আলা হযরত'। অনেক আলেম-ওলামা অনেক মানুষের উপস্থিতি হয় সেখানে। আমিও যাই। আমি ওখানকার ভক্ত। জিজ্ঞেস করলাম, দেওবন্দও তো একই রাজ্যে। তাদের জনসমর্থন কি রকম? এ কথা বলার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল বাতাসে। মনে হল অনেক দিনের ক্ষোভ আর হতাশার আগ্নেয়গিরির বহিঃপ্রকাশ ঘটাল তার সাথে। বলল, ভাই একসময় দেওবন্দীদের উল্লেখ করার মত কোন জনসমর্থনই ছিল না। কিন্তু এখন আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, কেন? বলল, কারণ তারা তাদের আকিদা প্রচার করার জন্য মানুষকে বুঝায়, মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষকে দাওয়াত দেয়। বেরেলীরা তা করে না। করলেও তা নিতান্তই সামান্য।

ভারতের টেক্সি ড্রাইভার উচ্চ শিক্ষিত কোন দার্শনিক ছিল না। কিন্তু যা বলল তা দর্শন সমৃদ্ধ। হতাশার যে নিঃশ্বাস সে বাতাসে ছাড়ল তা তার অন্তরে লালিত আকীদা-বিশ্বাস ও আদর্শের বিশাল পরিব্যাপ্তির ক্রম হ্রাসমান ও ক্রম-বিলুপ্তির অবস্থা দেখে। আজ সেই দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতার মুখোমুখি আমরা, বাংলাদেশের সুন্নীরা। আধুনিক যুগে বাতিলদের পাথুরে মনোবল ও দৃঢ়তার পাশাপাশি তাদের হাজার রকমের মনোহর ও হৃদয় নাড়ানো দাওয়াতী তৎপরতা ও কৌশলের বিপরীতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা ও আদর্শ পোষণকারীদের দাওয়াত নাই বললেই চলে। যৎসামান্য কিছু থাকলেও তা আধুনিক প্রিন্টিং ব্যবস্থার সামনে অতি প্রাচীন যুগের পাথরে খোদাই করা কিংবা বড় জোর টন্ টন্ করে আওয়াজ করা বনেদি টাইপ মেশিনের মত এতই পরিত্যাক্ত যে মফ্ত দিলেও কেউ নিতে চায় না। মানে, শত্রু যাচ্ছে উড়োজাহাজের গতি নিয়ে। আমরা

হলাম কোলকাতার শিয়ালদাহ রেলস্টেশনের হাতে টানা রিকশার যাত্রী। মহান (!) এই রিকশা-যাত্রায়ও আমাদের- অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়–দ্বীনী দাওয়াতের দায়িত্ব পালনের হৃদয়-ভরা তৃপ্তি! ঐ দিকে আমার আদরের ছেলে কিংবা ভাতিজা অথবা আপন ভাই কাকরাইল এক্সপ্রেস ট্রেনে করে টঙ্গী ময়দানে গিয়ে বয়ান শুনছে কিংবা ঘরে বসেই জাকির নায়েক হওয়ার রিহার্সাল করছে!! অনেক বছর আগে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসার ছাত্রদের বিদায়ী স্মরণীকা আত তৈয়্যব-এ একটি কবিতায় লিখেছিলাম,

ও পাশের গ্যালারির কলরব-কোলাহলে
তোমার গ্যালারি আজ দর্শকবিহীন।
আজিকের সকালে মৃদু বায়ু নেই,
পাখিদের কলরব নেই।
বাতায়ন খুলে দেখো তোমার কিশোর ছেলে
অগ্নিমূর্তি আস্ফালনে নজদের বিশাল মিছিলে
একবার দেখনা দু'চোখ খোলে।
লাখো লাখো জনতার গর্জন শুনা যায় ওপারে
সে অন্য কিছুই নহে
মহাসমাধির আয়োজন তব
তুরাগের তীরে।

এ রকম লেখার কারণে কেউ কেউ অখুশীও হয়েছিল। কিন্তু আমি তো সত্য কথাই বলেছি। বাতিলরা জেলা, থানা, এমনকি ইউনিয়নে পর্যন্ত বিশাল বিশাল দলীয় সম্মেলন, ইস্তেমা, সমাবেশ করে। তার বিপরীতে আমাদের সাংগঠনিক জেলা কমিটি করার জন্য ৫০/৬০ জন লোকও পাওয়া যাবে না অধিকাংশ জেলায়। ঐ সকল জেলায় সুন্নীয়ত প্রচার করার এবং ঐ মানুষগুলোকে সুন্নীয়তের দাওয়াত দেওয়ার জন্য কোন কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছি আমরা? আসলে দাওয়াত বিষয়ের সাথেই আমরা অনেকে পরিচিত নই। দাওয়াত বললে সাধারণত আমাদের যা বুঝে আসে তা উল্লেখ করে পাঠকদের অরুচি বাড়াতে চাইনা।

কত অসংখ্য মাহফিলের ওয়াজের বিষয়বস্তু হয় তায়েফের ঘটনা। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর তায়েফ গমন এবং সেখানে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনার শৈল্পিক বর্ণনায় নবী-প্রেমিকের অশ্রু ঝরেছে কত জায়গায়। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেখানে গেলেন কি প্রয়োজনে তা কি কখনও ভেবে দেখেছি? হযরত শাহ জালাল রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর মাযার জিয়ারত করতে সুন্নী-জনতার ভালো লাগার শেষ নেই। ইয়ামেন থেকে আল্লাহর এই বান্দা সিলেটে আসলেন কি জন্যে জেয়ারতকারীগণ তা কখনো ভেবে দেখেছেন? এভাবে কত উদাহরণ দেব। আসলে দ্বীনী দাওয়াতই ইসলাম তথা দ্বীন প্রতিষ্ঠার মুল কর্মসূচি। এই কর্মসূচি আমাদের জীবনে আসেনি কখনো, ওয়াজের বিষয়বস্তু হয়নি কখনো, আমার জানা মতে বাংলা ভাষায় লিখিত বইয়ের শিরোনাম হয়নি কখনো। এই মহান কর্মসূচির অভাবেই সুন্নীয়তের আজ খানা-পিনা ছেড়ে দেয়া রক্তহীন পুষ্টিহীন থ্যালাসেমিয়া শিশু-রোগীর মত যায় যায় অবস্থা। দিল্লির ড্রাইভারের দীর্ঘশ্বাসে সেই শিশু-রোগীটিকে বাঁচাবার আকুতি আছে। তাকে বাঁচানো ওষুধ–যেমনটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রেসক্রাইব করেছেন, 'উদ্‌উ ইলা সাবিলে রাব্বিকা'– দ্বীনী দাওয়াতের আমল। ঐ রোগীটির বেঁচে থাকার আর্ত-চিৎকার আমাদের হৃদয়ে কবে ঢুকবে কে জানে!

প্রিয় পাঠক, মাদ্‌রাসা মসজিদ খানেকা ওয়াজ-মাহফিল, সংস্থা-সংগঠন, লেখা-লেখি ইত্যাদি যেটুকু আছে, তাও দাওয়াতী কাজের যৎসামান্য অংশ, যা বাতিলদের তৎপরতার বিপরীতে–যেমনটি বললাম–ওড়োজাহাজের বিপরীতে হাতে টানা রিক্‌শার মত। তবে এগুলো যে দাওয়াতী কর্মসূচির আওতাভুক্ত তাও আমরা মানুষকে বুঝাতে পারিনি। এটা অনেক বড় একটা বিষয়। কারণ, মাদরাসাকে শুধু পাঠশালা পরিচয়ে তুলে ধরা আর দাওয়াতী মিশন হিসেবে উপস্থাপন করার মধ্যে পার্থক্য আছে। এ পার্থক্য এতদোভয়ের কার্যকারিতার ক্ষেত্রেও পার্থক্য তৈরি করে। কিউ টিভি, মাদানী চ্যানেল ও পিস টিভিকে কর্তৃপক্ষ ও অনুসারীগণ যেভাবে উপস্থাপন করেছে বাস্তবে এ তিনের কার্যকারিতার মধ্যে সে পার্থক্য স্পষ্ট। আমাদের এই সামান্য দাওয়াতী-পথ্য দিয়ে সুন্নীয়তের বেচে থাকা দায়। সুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ববৃহৎ প্রয়োজনীয় কর্মসূচী আজ 'দাওয়াত'। এ নিয়ে ভাবতে হবে সবচেয়ে বেশী, কৌশল লাগবে সর্বাধুনিক, প্রস্তুতি লাগবে অনেক ব্যাপক, সংস্কার লাগবে অনেক জায়গায়।

লেখক: ঢাকা কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়ার উপাধ্যক্ষ